ভাল মন্ত্রী আনিলা মন্ত্রণা করিবারে
সভার শত্রুর অংশ খ্যাত এ সংসারে।
মুখেতে সুহৃদ তব অন্তরেতে আন
যে কহিলে বুঝহ করিয়া অনুমান।
ধনে জনে সম্পদে এ সভার ভিতরে
দোঁহার প্রায় রাজা দিয়াছ কাহারে।
তথাপি পাণ্ডব অংশ তোমার অহিত
জিহ্বায় অন্তর বার্ত্তা হইতেছে বিদিত।
রাজা হৈয়া যেই জন আপনা না বুঝে
দুষ্ট মন্ত্রিমন্ত্রণাতে সবংশেতে মজে।
শুনি ক্রোধে বলে ভরদ্বাজের কুমার
এ দুষ্ট শকুনিরে কহ তোর কি বিচার।
কলহ করিতে প্রায় চাহ তার সহ
নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যাইতে যম গৃহ।

ভাল মতে জানি আমি তোর বীরপনা
পাঞ্চাল রাজ্যেতে তাহা দেখিল সর্ব্ব জনা ।
লক্ষ রাজা সহ একা বেড়িলে অর্জ্জুনে
পলাইয়া গেলে তেঁঞি রহিল জীবনে ।
হেন জন সহ দ্বন্দ্ব চাহ করিবারে
তোমা বিনা নির্লজ্জ নাহিক সংসারে ।
কেমতে কহিব আমি এমত বিচার
মহাক্ষয় হবে যাতে সভার সংহার ।
এত শুনি বলেন বিদুর মহামতি
কি হেতু নিঃশব্দ হইয়া আছহ নৃপতি ।
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার
ভীষ্ম দ্রোণ সম হিত কে আছে তোমার ।
এ দোঁহার গুণ কেবা আছে ভূমণ্ডলে
বিচারে অমর গুরু তেজে অগ্নি তুল ।

ধর্ম্মেতে সাক্ষাত ধর্ম্ম ত্রিভুবনে খ্যাতি
শীলতায় পূর্ব্বে যেন ছিলা রঘুনাথ।
কভু নাহি তব মন্দ ভীষ্ম মুখে ভাষে
সর্ব্বদা তোমার হিত সর্ব্ব লোকে ঘোষে।
এ দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অর্থ পাপী
কি কারনে গুরু রাজা নাহি দেহ তুমি।
ভীষ্ম দ্রোন যেই বলে সভার স্বীকার
ইহা না করিয়া চাহ কি করিতে আর।
কলহ করিতে শুনি চাহ নরপতি
কে তোমার যুঝিবেক অর্জ্জুন সংহতি
এই কর্ণ দুর্য্যোধন সসৈন্য সংহতি
পঞ্চালেতে ছিলা একলক্ষ নরপতি।
সভারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর
শুনিয়া থাকিবে যে করিল বৃকোদর।

অস্ত্রহীন কৃষ্ণ লৈয়া প্রবেশিল রণে
একলক্ষ নৃপসেনা করিল যথনে।
এক্ষনে সহায় হবে সেই রাজাগণ
স্বঅস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন
সহায় সর্ব্বস্ব যার যন্ত্রী জগতপতি
আর যত যদুগণ বৈশে দ্বারাবতী।
মাতুলনন্দন বলভদ্র সখা যার
শশুর দ্রুপদ সহ যতেক কুমার।
বিশেষে তোমার দেখ যত রথিগা
ভাল মতে জান কি সভাকার মন।
আমি জানি সভে হবে পাণ্ডব সহা
দ্বন্দ ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায়
আর বার্ত্তা তুমি নাহি জান নরপতি
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুক্তি

পাণ্ডুপুত্র জিয়ে আছে শুনিয়া শ্রবনে
সভাই ওদ্বেগ বড় দেখিবার মনে।
সভে ইচ্ছা করে রাজা যুধিষ্ঠির প্রতি
তাহার সহ দ্বন্দে ভদ্র নাহি মহামতি।
সহজে এ শিশুগান কি জানে বিচার
আমাবাক্য শুন রাজা হিত যে তোমার।
জৌগৃহে পোড়াইলে লজ্জিত অন্তরে
সব দোষ গেল পুরোচনের ওপরে।
প্রিয়বাক্যে এথারে আনহ পাণ্ডুসুতে
সুচিবেক লজ্জা যশ ঘুষিবে জগতে।
বিদুরের বচনেতে ধৃতরাষ্ট্র বলে
যে বলিল বিদুর আমার মনে লৈলে।
পাণ্ডবে পুরোবেধে হেন নাহি অন্য জন
আপনে বিদুর তুমি করহ গমন।

এতেক বলিল যদি অন্ধ নরপতি
শুনিয়া সে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি ।
মহাভারতের কথা অমৃতনহরি
কাশীদাস কহে শুবনে ভবে তরি ।

ক্ষনেক বিদুর আর বিলম্ব না কৈল
বস্ত্র রত্ন ধন লৈয়া পঞ্চালেতে গেল ।
একে২ সভাকারে সম্ভাষি বিদুর
কুন্তি সহ বসিয়াছে যত্র অন্তঃপুর ।
দ্রোপদিরে ভূষিল অনেক অলঙ্কারে
নানা রত্নে বিভূষিল পঞ্চসহোদরে
বিদুর দেখিয়া বড় হরিস দ্রুপদ
সুর্য্যের উদয়ে যেন হরিষ কোকনদ

পঞ্চভাই দেখিয়া বিদুর মহাশয়
আনন্দ নয়নজলে ভাসিল হৃদয়।
জ্যেষ্ঠচরণে প্রনমিল পঞ্চজন
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধু জন।
বিদুর কহিল যত কুশল সম্বাদ
একে২ কহিল সভার আশীর্ব্বাদ।
বিদুরে লৈয়া গেল দ্রুপদ রাজন
মিষ্টান্ন পঞ্চান্নে তাঁরে করাইল ভোজন।
ভোজনান্তে সর্ব্ব লোক বসিল সভাতে
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিল কহিতে।
পাণ্ডবে বরিল রাজা তোমার নন্দিনী
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট্র শুনি।
তোমা হেন বন্ধু রাজা বড় ভাগ্যে পাইল
তে কারণে মান্য দিয়া আমায় পাঠাইল।

অনেক কহিল ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন
তোমা সহ সম্বন্ধ হইল প্রীতমন।
প্রিয় সখা তোমারে কহিছে আলিঙ্গন
পুনঃ পুনঃ করি বলিলেন যেই ে ।
চির দিন দেখি নাহি পাণ্ডুপুত্রগণ
সভাই উদ্বেগ বড় এই সে কারণ।
গান্ধারি প্রভৃতি যত কুরুকুল নারী
দেখিবারে উত্তরোল তোমার কুমারী।
পাণ্ডবেহ বহু দিন হৈয়াছে হাতাস
চিরদিন নাহি বন্ধুগণেরে সম্ভাষ।
আমারেত এই মত কহে নরপতি
যাইতে পাণ্ডবগন আপন বসতি।
দ্রুপদ বলিল ভাগ্য আমার আজিল
কুরু মহাবংশ সহ কুটুম্বিতা হৈল।

যে বলে বিদুর সেই মোর মনোনীত
পাণ্ডবেরে নিজ গৃহে যাইতে উচিত।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনকসমান
তাহার সেবা পাণ্ডবের হয়েত বিধান।
ভয় আছে তথা যদি হেন কর মনে
তোমা সভা বিরোধিবে কাহার পরানে।
তথা নীহ নহে তার হস্তিনায় স্থিতি
পাণ্ডবপুরশমে গিয়া করহ বসতি।
দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন
মাতৃ সহ বিদায় হইল ততক্ষণ।
রথে চড়ি চলিল দ্রৌপদি সমুদিত
হস্তিনা নগর গেল বিদুর সহিত।
পাণ্ডব হস্তিনা আইল শুনি পুরজাগন
বাল্য বৃদ্ধ যুবা ধায় দর্শনকারন।

লজ্জা ভয় ত্যজি ধায় কুলের যুবতি
ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়া যায় নারী গর্ব্ভবতী।
পাণ্ডবেরে দেখিতে করয়ে হুড়াহুড়ি
যষ্ঠি ভর করিয়া চলিল যত বুড়ি॥
তবে পঞ্চভাই গেল যথা জ্যেষ্ঠতাত
একে২ গুরুজনে কৈল প্রণিপাত॥
কুন্তি সহ অন্তপুরে গেল যাজ্ঞসেনী
একে২ সম্ভাষিল কৌরব রমণী।
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে ডাকি পঞ্চজনে
হস্তিনা বসতি তব নহে সুশোভনে।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে যাহ পঞ্চসহোদর
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর
শুনি যুধিষ্ঠির তবে কৈল অঙ্গীকার
খাণ্ডবপ্রস্থেতে সব কৈল আগুসার।

পাণ্ডবের আগমন জানি যদুবর
বলভদ্র সঙ্গে আল্য হস্তিনা নগর॥
পুরন্দর যে বলিল পাণ্ডবের প্রতি
খাণ্ডবে রহিতে কৃষ্ণ দিল অনুমতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চসহোদর
শুভক্ষণে আরম্ভিল করিতে নগর।
প্রাচীর করিল উচ্চ আকাশসমান
চতুর্দ্দিগে গড় খাই সমুদ্রপ্রমাণ।
উচ্চ উচ্চ অট্টালি করিল মনোরম
কি এবা অমরাবতী ভোগবতী সম।
প্রাচীর উপরে সব অস্ত্র পূর্ণ কৈল
ডঙ্ক ঘোড়া পদাতি রাইয়তগণ থুইল।
কুবের ভাণ্ডার জিনি পুরাইল ধন
শুক্লবর্ণে সব গৃহ বিচিত্র শোভন।

বেদান্ত পাঠকগন ক্ষত্রি বৈশ্য জাতি
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি।
পাঠক লেখক বৈদ্য চিকিৎসক জন
বনিক জাতি সৎগোন যত শুদ্রগন।
বসিল সকল লোক নগর ভিতরে
পাণ্ডুর নগর বৈশে ইন্দ্রে নাহি ভরে।
স্থানেং নগরে রুপিল বৃক্ষগন
পিপ্পলী কদম্ব আম্র পনস কানন।
জম্বুর পলাশ তাল তমাল বকুল
নাগেশ্বর কেতকী চম্পক রাজফুল।
পাটলি খদির বেল বদরী কবরি
পারিজাত পর্কটী আমলকী মহিরি।
কদলী গুবাক নারিকেল সর্জুর
নানা বনে বৃক্ষ শোভে যেন সুরপুর।

স্থানে২ খোদাইল দিঘি পুস্করিণী
জলচর পক্ষিগন সদা করে ধ্বনি।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন
ইন্দ্রপ্রস্থ বলি নাম থুইল নারায়ণ।
পাণ্ডবেরে স্থাপি তথা হলধর হরি
বিদায় হইয়া গেল দ্বারকা নগরি।
পাণ্ডবের রাজ্য প্রাপ্তি যেই জন শুনে
স্থান ভ্রষ্ট স্থান পায় দারিদ্র খণ্ডনে।
আদি পর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীরাম গায় গীত।

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।

পঞ্চভাই এক স্ত্রী কেমতে আচরিল
বিচ্ছেদ নহিল দিন কেমতে বঞ্চিল ।
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল যবে ভাই পঞ্চজনে ।
কত দিনে আইলা নারদ মুনিবর
কৃষ্ণা সহ পাণ্ডব পূজিল বহুতর ।
কর জোড় করি দাণ্ডাইয়া ছয় জন
বসিবারে মুনি আজ্ঞা করিল তখন ।
নারদ বলিল শুন পাণ্ডুর নন্দন
এক পত্নী পতি তুমি ভাই পঞ্চজন ।
ভাই২ বিভেদ করিয়া থাক পাছে
স্ত্রীলাগি বিরোধ হয় পূর্ব্বে হেন আছে ।
শুন্দ উপশুন্দ বলি দুই ভাই ছিল
স্ত্রীর হেতু দুই ভাই যুদ্ধ করি মৈল ।

লে কহ শুনি মুনিবর

হৈল যুদ্ধ দুই সহোদর ।

া পুবের কন্যানন্দন ·

া হিরণ্যাখ্য দুইজন ।

সুর হিরণ্যাখ্য দৈত্যবংশে

া দুই তাহার ঔরসে ।

ভাই মহাকলেবর ·

ত শ্রেষ্ঠ মহাভয়ঙ্কর ।

বাক্য একই জীবন

দ নাহি হয়ত কখন ।

া তবে যুক্তি কৈল সার

রিব ত্রৈলোক্য অধিকার ।

হেমন্ত পর্ব্বতে গিয়া তপ আরম্ভিল
অনেক বৎসর বায়ু আহারে রহিল।
অনাহারে বহু তপ কৈল দুই জনা
যতেক কঠোর কৈল না হয় গননা।
দোঁহার কঠোর দেখি আইল পিতামহ
ডাকি বলে মনোনীত বর মাগি লহ।
দুই ভাই বলে মোরে করহ অমর
ব্রহ্মা বলে ইহা ছাড়ি মাগ অন্য বর।
দুই ভাই বলে মোরা অন্য নাহি চাই
তবে তপ ত্যজি যবে এই বর পাই।
ব্রহ্মা বলে জন্ম হৈলে অবশ্য মরন
মরন বিধান তোরা কহ দুইজন।
দৈত্য বলে ভেদ যবে হইবে দুই ভাই
তবে মৃত্যু হবে আজ্ঞা করহ গোঁসাঞী।

স্বস্তি বলি বর দিয়া গেল প্রজাপতি
শুন্দ উপশুন্দ গেল আপনবসতি।
ত্রৈলোক্য জিনিতে সৈন্য সাজিল অসুর
নানা বর্ণে অস্ত্র লৈয়া গেল সুরপুর।
অমর জানিল ব্রহ্মা দিয়াছেন বর
ছাড়িয়া অমরাবতী হইল অন্তর।
জিনি যুদ্ধে পলাইয়া গেল দেবগণ
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করেন দুইজন।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব জিনিল নাগালয়
ডরে পলাইয়া গেল দুই দৈত্যভয়।
যজ্ঞ হোম ব্রত তথা দ্বিজ-মুনিগণ
একে একে উচ্ছন্ন করিল দুইজন।
দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্সরী কিন্নরী
ত্রৈলোক্য পাইল যত অপূর্ব সুন্দরী।

যে দেবের যে বাহন ভূষা অলঙ্কা
সর্ব্ব রত্ন পূর্ণ কৈল আপনভাণ্ডা
স্থানভ্রষ্ট হৈয়া যত দেব ঋষিগণ
ব্রহ্মারে সকল গিয়া কৈল নিবে
শুনিয়া ক্ষনেক ব্রহ্মা চিন্তিল হৃদ
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি আজ্ঞা কৈল মহা
মনোহরা নারী এক করহ রচনে
তুলনা না হয় যেন এ তিন ভুবনে
বচন বলিবামাত্র বিশ্বকর্ম্মা বিচ
বিধাতার আজ্ঞা পাইয়া করিলা
ত্রৈলোক্য ভিতরে যত রূপবন্ত ছিল
সর্ব্ব রূপ হৈতে রূপ তিল তিল কৈ
অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিয়া র
ব্রহ্মার অগ্রেতে লৈয়া দিল ত

তবে প্রজাপতি সেই কন্যা পানে চাহে
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে।
ব্রহ্মা বলে ত্রৈলোক্যমধ্যেতে নাহি সীমা
তিলতিল আনি কৈল নাম তিলোত্তমা।
তবে করজোড়ে কন্যা দাণ্ডাইয়া কহে
কি করিব আজ্ঞা মোরে কর মহাশয়ে।
ব্রহ্মা বলে শুন্দ উপশুন্দ মহাসুর
তপোবলে দুই দৈত্য নিল তিনপুর।
তব হেতু দুই ভাই হইবে সংহার
উপায় করিয়া ভেদ করহ দোঁহার।
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চলিল সুন্দরী
দেবের মণ্ডলি কন্যা প্রদক্ষিণ করি।
রূপ দেখি মোহিত হইলা ত্রিলোচন
চারি ভিতে চারি মোখ্যা হইল বদন।

যেই দিগে চায় মুখ সেই দিগে হয়।
পুর্ব্বময় প্রঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয়।
মদনে পীড়িত হৈয়া চাহে পুরন্দর
দশশত চক্ষু তার হৈল কলেবর।
আর যত দেবগান এক দৃষ্টে চাহে
অধৈর্য্য হইল সভে দেখিয়া কন্যায়ে।
দেবগান বলে প্রভু কার্য্যসিদ্ধি হবে
ইহারে দেখিয়া কোন জনা না ভুলিবে।
তবে তিলোত্তমা গেল যথা দুইজন
ক্রীড়া করে দুইভাই লইয়া স্ত্রীগান।
কোটি২ দৈত্যগান সহ পরিবার
অশ্ব গজ রথ সৈন্য পুর্নিত ভাণ্ডার।
লক্ষ২ বিদ্যাধিরী লইয়া দুইজনে
বিন্ধ্যগিরি মধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্টমনে।

রঙ্গিবস্ত্র পরি তিলোত্তমা বিদ্যাধরী
নানা পুষ্প আছে সেই পর্ব্বত উপরি ।
ফিরে২ যথা দৈত্য করিল গমন
দূরে থাকি কন্যারে দেখিল দুইজন ।
অলি মত্ত করে মত্ত মত্ত মধুপানে
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে ।
জ্যেষ্ঠ শুন্দ ধরিল কন্যার সব্যকর
বামহস্ত ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর ।
পরম আনন্দ শুন্দ কন্যারে দেখিয়া
হাত জোড় ভাই প্রতি বলিল ডাকিয়া ।
মোর ভার্য্যা তোমার গুরুর মধ্যে গণি
ইহারে বিরহ তুমি কেমত কাহিনী ।
উপশুন্দ বলে এই আমার রমণী
ভ্রাতৃবধূ হয় এই ছাড়ি দেহ তুমি ।

শুম্ভ বলে আগে আমি দেখিল কন্যায়ে
ও নিশুম্ভ বলে কন্যা বরেছে আমারে।
তো ছাড়া বলি দোহে গালাগালি
ক্রোধি হৈয়া দুইভাই দোঁহারে নেহালি।
মধুপানে কামবানে হইল অজ্ঞান
ক্রোধে দুইজনে হৈল অগ্নির সমান।
ভয়ঙ্কর দুইগদা ধরি ততক্ষন
দোঁহাকারে পুহার করিল দুইজন।
যুগল পর্বতপ্রায় পড়ে দুইবীর
খসিয়া পড়িল যেন যুগল মিহির।
আর যত দৈত্যগন এ সব দেখিয়া
কালরূপী কন্যা জানি যায় পলাইয়া।
দেবগন লৈয়া ব্রহ্মা আইলা ততক্ষণ
বর দিল কন্যা স্তুতি করিয়া ব্রহ্মন।

সূর্য্যের কিরণে তুমি থাক নিরন্তর
কার দৃষ্ট নহে যেন তোমার কলেবর।
তপ যজ্ঞ ভঙ্গ হবে তোমার কারণে
ধর্ম্ম নষ্ট হবে লোক তোমার বরণে।
তেকারণে সূর্য্য অংশুমধ্যে তুমি রহ
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল পিতামহ।
নারদ বলিল শুন ধর্ম্ম নৃপবর
তুমি জান অতি প্রীত পঞ্চ সহোদর।
এই মত প্রীত তারা ছিল দুই জনে
হেন গতি হৈল দোঁহে না বুঝি কারণে।
মহাবংশে জন্ম তুমি হও পঞ্চজন
বিচ্ছেদ না হয় যেন ভার্য্যার কারণ।
শুনি পঞ্চভাই নারদ গোচরে
ক... নির্ব্বন্ধ সভে বলে যোড়করে।

বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবেক একগৃহে।
অন্য জন তথিপর অধিকারী নহে।
কৃষ্ণাসহ তারে যদি দেখে অন্য ভাই।
দ্বাদশ বৎসর সে যে অরণ্যেতে যাই।
নির্ব্বন্ধ করিয়া গেলা ব্রহ্মার নন্দন
হেন মতে কৃষ্ণা সহ বঞ্চে পঞ্চজন।

তবে কত দিনে সেই রাজ্যের ভিতরে
ব্রাহ্মণের গাবি হরে লৈয়া যায় চোরে।
রোদন করিয়া দ্বিজ গেল পার্থপাশ
তোর রাজ্যে বসি মোর হৈল সর্ব্বনাশ
গালি দেয় ব্রাহ্মণ যতেক মনে আইসে
শঙ্কোচ হইয়া পার্থ ব্রাহ্মণে আশ্বাসেন
কি হেতু কান্দহ দ্বিজ কহ বিবরণ।
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া চল এইক্ষণ।

গাবি মোর বলে লৈয়া যায় দুষ্টগণে
শীঘ্রগতি চল তারা গেল এতক্ষণে।
দ্বিজের বচন শুনি বীনঞ্জয় বীর
ত্রাস্তে ব্যস্তে ওঠি গেল আয়ুধমন্দির।
দৈব যোগে অস্ত্র গৃহে কৃষ্ণাযুধিষ্ঠির
দূরে থাকি জানি পার্থ হইল বাহির।
দ্বিজ বলে অস্ত্র লৈয়া শীঘ্রগতি চল
ওষ্ঠস্বরে কান্দে দ্বিজ চক্ষে পড়ে জল।
দ্বিজের রোদন দেখি পার্থে হৈল ভয়
কি করি চিন্তেতে চিন্তিল বীনঞ্জয়।
গৃহে প্রবেশিলে দুঃখ হবে বহুতর
দ্বাদশ বৎসর যাব অরণ্য ভিতর।
ব্রাহ্মণের চক্ষুজল যত ভূমে পড়ে
অনিবার মহাপাপ মোর শিরে চড়ে।

দ্বিজ অর্ত্তি ভাঙ্গিলে হইবে বড় কর্ম্ম
বিনা ক্লেশে ধর্ম্মপার্জ্জন কভু নহে ধর্ম্ম।
এত ভাবি অর্জুন চলিল অস্ত্রদ্বারে
হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলিল সত্বরে
ব্রাহ্মন সহিত গেল যথায় চোরগণ
চোর মারি আনি দিল বিপ্রের ধন।
দ্বিজ পুবোধিয়া ভবে চলিল ফাল্গুণ
সবিনয়ে নিবেদিল ধর্ম্ম নৃপমনি।
অতিক্রম কৈল আমি লঙ্ঘিল সময়
বনবাস যাব আজ্ঞা কর মহাশয়।
রাজা বলে কেন হেন কহ ধনঞ্জয়
পূর্ব্বে নারদের আগে কৈলে যে সময়
যুধিষ্ঠির বৈল মোর শুনহ বচন
পিতামহ পূর্ব্বে কহিল যে কথন।

নিষ্ঠ তাহির সঙ্গে কৃষ্ণ যদি থাকে
জ্যষ্ঠ ভাই তা দেখিলে যাবে অরন্যেতে।
মি মোর কনিষ্ঠ ইহাতে দোষ নাই
কন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই।
াথ বলে স্নেহভাবে বল মহাশয়
পাট এ কর্ম্ম প্রভু মোর মত নয়।
সত্যে বিচলিত হৈতে নাহি মোর মন
আজ্ঞা কর মহারাজ যাব আমি বন।।
এত বলি ধনঞ্জয় কৈল নমস্কার
মাতৃ ভ্রা... সখা ছিল যত যত আর।।
সভারে বিদায় করি চলিল কানন
সব বন্ধুগন হৈল বিরসবদন।
অর্জুনের সহিত চলিল দ্বিজগন
পৌরানিক কথক আর গায়ক চারন।।

মহাবনে প্রবেশ করিল মতিমান
বহুং পুন্য তীর্থে কৈল স্নান দান।
কত দিনে গেলগাঙ্গা হরিদ্বারস্থানে
দেখিয়া হইল হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দনে।
স্নান করি অগ্নি হোত্র কৈল দ্বিজগণ
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করিল তর্পন।
তর্পন সকলি আইসে অগ্নি হোত্রস্থানে
জলে হৈতে নাগকন্যা হরিল অর্জুনে।
বলে হরি লৈয়া গেল আপনমন্দির
উত্তম আলয় তথা দেখি পার্থ বীর
অগ্নি হোত্র জলে তথা দেখি হীনর্ত্ত
সেই অগ্নি পুজিলেক কুন্তির তনয়
কন্যা প্রতি বলে এই কাহার আলয়
নিঃশঙ্ক হৃদয় পার্থ নাহি ভূমি ভয়।

কি নাম ধরহ তুমি কাহার কুমারী
কি কারনে আমারে আনিলে এই পুরী।
কন্যা বলে ঐরাবত নাগ রাজবংশে
কৌরব নামেতে নাগ এই পুরে বৈশে।
তার কন্যা হইয়ে উলুপী মোর নাম
তোমারে দেখিয়া মোরে পীড়িলেক কাম।
তোমারে আনিনু মুঞী এই সে কারন
তোমারে ভজিনু মোর তৃপ্তি কর মন।
পার্থ বলে কন্যা তুমি না জান কারন
ব্রহ্মচারী হৈয়া আমি ভ্রমিয়ে কানন।
দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে করিল নিয়মে
কেমতে লঙ্ঘিব তাহা কহ ভুজঙ্গিয়ে।
কন্যা বলে সব তত্ত্ব আমি ভাল জানি
[illegible] হেতু নিয়ম যে করিলা আপনি।

অন্যাস্ত্রীতে নাহি দোষ শুন মহাশয়
তাহে অর্থী লহ বৃদ্ধা ধর্ম্মের সঞ্চয়।
অর্ত্তি জন আমি বাঞ্ছা করিয়ে তোমারে
ধর্ম্ম আছে পাপ ইথে নাহি মহাবীরে।
শরণাগত জন আমি কহিল নিশ্চয়
এক গর্ব্ব দান মোরে দেহ মহাশয়।
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন
সর্ব্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করিল বরন।
এক নিশা বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর
তৎকালে গঙ্গা হৈতে হইল বাহির।
বিস্ময় হইয়া দ্বিজগন জিজ্ঞাসিল
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত পার্থ সকল কহিল।
তবে দ্বিজগন সহ কুন্তির নন্দন
হেমন্ত পর্ব্বতে তবে কৈল আরোহন

... বলিল আমি পাণ্ডুর তনয়
কু... ত্রে জন্ম মোর নাম ধনঞ্জয়।
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন।
রাজা বলে এত দূর আইলা কি কারণ
একেং সব কথা কহিল অর্জুন।
রাজা বলে মোর ভাগ্যে আইলা এথায়
মোর বিবরণ শুন কহিব তোমায়।
প্রভঞ্জন নামেতে ছিল মোর পূর্ব্ববংশে
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে।
প্রসন্ন হইয়া বর দিল মহেশ্বর
তোমার বংশে হবে রাজা একই কোঙর।
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে
যে পুত্র হইবে সেই রাজ্যে রাজা হবে।

পূর্ব্বেতে এযত বর দিলাত ধূর্জ্জটি [illegible]
পুত্র না হইল মোর হইল কন্যাটি।
পুত্রবৎ করি কন্যা [illegible] পালন
মোর রাজ্যে রাজা হৈতে নাহি মোর অন্য
তে কারনে মনে আমি করিল বিচার
এই কন্যা দিয়া তারে দিব রাজ্যভার।
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি না শোভে এ কথা
এক বাক্য সত্য কর তবে দিব সুতা।
ইহার গর্ব্ভেতে যেই [illegible] পুত্র হবে
মোর রাজ্যে রাজা করি তাহারে স্থাপিবে
সত্য কৈল অর্জ্জুন [illegible]তি কন্যা দিল
সংপূর্ন বৎসর দিন তথায় রহিল।
তবে ধনঞ্জয় গেল দক্ষিণ সাগর
যত তীর্থ তথা স্নান কৈল বীরবর।

নে তাঁয় দেখিল বীরজয়
বলি তারে মুনিগণে কয়।
অশ্বমেধ স্নান ফল হয়েত বিশেষে
অন্ধ হৈয়া পড়িয়াছে কেহ না পরসে।
বিস্ময় হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসিল লোকে
হেন তীর্থ লোকে না পরসে কোন পাকে।
মুনিগণ বলে এই পুন্যতীর্থ
কুম্ভীরের ভয়ে কেহ না পরসে পানি।
শুনিয়া চলিল স্নানে কুন্তির নন্দন
নিষেধ করিল যাইতে সব লোক জন।
সৌভগ নামেতে তীর্থ পশি বীরজয়
স্নান করে মহাবীর নিঃশঙ্ক হৃদয়।
শব্দ শুনি কুম্ভীরিণী সইল নিকটে
অর্জুনের পায়ে ধরি দশন বিকটে।

বলে বিরি কুলে তাঁরে তুলিল আর্জ্জুন
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্যা হৈল ততক্ষণ।
বিস্ময় হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসিল তাঁরে
কে তুমি কি হেতু ছিলা কুম্ভীর শরীরে
কন্যা বলে নাম মোর বর্গা অপ্সরী
কুবেরের ইষ্টা মোরা পঞ্চ কুমারী।
সুবেশ হইয়া যাছি যথা ধনেশ্বর
পথে দেখি তপ করে এক দ্বিজবর।
চন্দ্র সূর্য্যসম তেজ [illegible]
মনোগর্ব্বে তারে মোরা কৈল বিড়ম্বন।
তপ ভঙ্গ করিবারে গেনু তার পাশ
নৃত্য গীত বাদ্য বহু হাস পরিহাস।
কদাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মণ
ক্রোধে শাপ মো সবারে দিল ততক্ষণ।

তীর্থযাত্রা হেতু যবে আসিবে ধনঞ্জয়
তাহার পরশে মুক্ত হইবে নিশ্চয়।
সত্য হৈল যে বলিল ব্রহ্মার কুমার
তোমার পরশে মুক্ত হইল আমার।
চারিতীর্থে চারিসখি আছে মোর আর
কৃপা করি মহাশয় করহ উদ্ধার।
বিনয় শুনিয়া সবে পার্থে দয়া হৈল
চারিতীর্থ হৈতে চারিজনে উদ্ধারিল।
মুক্ত হৈয়া নিজস্থানে গেল পঞ্চজন
বৃক্ষ লক্ষ করি তীর্থে চলিল অর্জুন।
পুনঃ মুনিপুর বীর করিল গমন
চিত্রাঙ্গদা সহ সুখে রহে কত দিন।
চিত্রাঙ্গদাগর্ব্ভে জন্ম হইল নন্দন
বব্রুবাহু বলি নাম থুইল অর্জুন।

এত দিন বাও পুত্র স্থাপিয়ে রাজোতে
পুনঃ বনবাসে বাহ্য গেল তথা হৈতে।
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করে ক্রমে ক্রমে
প্রভাস তীর্থেতে গেল পৃথিবীপশ্চিমে।
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিল সমাচার
প্রভাসে আইল পার্থ কুন্তির কুমার।
অতিশীঘ্র জগন্নাথ করিল গমন
প্রভাসে অর্জুন সহ কৈল সম্ভাষন।
আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল
সকল বৃত্তান্ত ধনঞ্জয় নিবেদিল।
অর্জুন লইয়া তবে দৈবকীনন্দন
রৈবত নামেতে গিরি করিল গমন।
কৃষ্ণ অনুমতিতে [illegible] যদুগন
রৈবত পর্ব্বতে পূর্ব্বে করিল গমন।

উগ্রসেন বসুদেব অক্রুর উদ্ধব
জয়ন্ত কামদেব সকল বান্ধব।
বলভদ্র চারুদৃষ্টি সারন সাত্যকি
গদ উপগদ প্রদ্যুম্ন আর দ্বারিকি।
ঝিলু উপঝিলু যত সপ্তবিংশ নারী
উদ্যান করিতে সভে চলে অনুসরি।
দৈবকী রোহিনী আর ভদ্রা শচী রতি
বিশ্বকনন্দিনী সত্যভামা জাম্বুবতী।
কালিন্দি নগ্নাজিতা আর আবন্তসা
ভদ্রা মিত্রা বৃন্দাবতী বানপুত্রী উষা।
চন্দ্রাবতী ভদ্রাবতী প্রভৃতি রমনী
এ আদি কৃষ্ণের ষোলসহস্র রমনী।
রৈবত পর্ব্বতমধ্যে করেন বিহার
হেন কালে গেল তথা ইন্দ্রের কুমার।

বসুদেব বলে তাত থাক মোর ঘরে
যত দিনে পুর্ন নহে দ্বাদশ বৎসরে।
উগ্রসেন বলভদ্র সাত্যকি সাত্যক
একে২ সম্ভাষিল যতেক যাদব।
লইয়া চলিল সভে রৈবত গিরি
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী।
অর্দ্ধ্য দিয়া কল্যান করেন সর্ব্বজন
পরম আনন্দে সভে কুশল বিজ্ঞাসন।
মাতুলানীগনে পার্থ প্রনাম করিল
আর দুই জন নারী গৌরবী আছিল।
হেন কালে ভদ্রা নামে বসুদেবের সুতা
প্রথম যৌবনী সব রূপ গুনযুতা।
বিচিত্র কবরী তার সুচাঁচর চুলে
মেঘেতে সঞ্চরে যেন কুরুবকফুলে।

অবিভাক্ত কন্যা কেন লাগে মোর মনে
শুনিয়া বলিল তবে শ্রীমধুসূদনে ।
বসুদেব সুতা হয় আমার ভগিনী
আমার সহোদরা সুভদ্রা নামিনী ।
বিভা নাহি হয় নাহি মেলে যোগ্য বর
শুনিয়া লজ্জিত হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
অর্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূর্চ্ছিত
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত
সত্যভামা বলে ভদ্রা নাহি আইস কেনে
ভাঙ্গে গেল একত্র বসিলা কি কারণে ।
সুভদ্রা বলিল দেবি ধরি মোরে লহ
কণ্টক ভুকিল পায় বাহির করহ ।
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেন হাতে
নাহির কণ্টক মাত্র দেখিল পদেতে ।

সত্যভামা বলে মিথ্যা কি হেতু চাগিলে
নাহিক কণ্টকাঘাত কেনবা পড়িলে।
নিভৃতে সুভদ্রা কহে কি কহিব সখি
যে কণ্টক ফুটিল কোথায় পাক দেখি।
অর্জুনের নয়ন চাহনি তীক্ষ্নশর
আজি মোর শরীর হইল জরজর।
দেখ মোর অঙ্গ তাপ ঘন কম্পমান
ছটফট করে তনু বাহিরায় প্রাণ।
ত্বরা সত্যভামা আমি না পারি যাইতে
এত বলি নিরীক্ষে পার্থে চাহে পাছেতে।
সত্যভামা বলে ভদ্রা খাইলে কি লাজ
করিলি কলঙ্কি নিষ্কলঙ্ক কুলমাঝ।
বাপ বসুদেব ভাই রাম নারায়ন
তিন লোকমধ্যে যাকে পূজে সর্বজন।

হা সভাকারে লজ্জা করিতে চাহিলি
দাইয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারিলি।
কবা কন্যা অবিভাতা নাহি রাজকুলে
তামা হইতে বয়োধিক আছয়ে বহুলে।
তামা হইতে নির্লজ্জা না হয় অন্য জনে
ধৈর্য্য হও চল ঘর পাছে কেহ শুনে।
তারপরে এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনি
নকরুনে কহে ভদ্রা চক্ষে বহে পানি।
ধিক্ ব্যর্থ জন্ম স্ত্রীযোনি ভূতলে
সর্ব্বদা দহে তনু বিরহ অনলে।
সত্যভামা বলে কেন নিন্দিস স্ত্রীযোনি
নারীরূপা দেখ ক্ষিতি সংসার ধারিণী

স্ত্রী হৈতে হৈল পূর্ব্বে সৃষ্টির সৃজন
শক্তিরূপে রক্ষা করে সবার জীবন।
স্ত্রীর নাম প্রথমেতে যপি[illegible] কারণ
লক্ষ্মী বলিয়ে পশ্চাতে নারায়ণ।
শঙ্কর ছাড়িয়া আগে ভবানীর নাম
রাম সীতা নাহি বলি বলি সীতা রাম।
গৃহিনী থাকিলে বলিয়ে তারে গৃহ
সংসারে দেখহ নারী বিনা নাহি প্রিয়
স্ত্রী হইতে হয় ভদ্রা সবার উৎপত্তি
স্ত্রী বিনে করিতে বংশ কাহার শকতি।
সুভদ্রা বলেন সত্য কহিলে সকল
কিন্তু যে পুরুষ বিনা স[illegible] বিফল।
সত্যভামা বলে ভদ্রা নহ উত্তরোলি
করাইব বিভা তোর স্থির হও বলি।

চালই বংশজ হবে বলিছে পণ্ডিত
পরম সুন্দর হবে তোর মনোনীত।
ভদ্রা বলে মত কহ মন পাতি শুন
এক্ষনি আমির প্রান তোমা বিদ্যমান।
কৌরব বংশ খ্যাত পাণ্ডব বলবান
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন।
আজি যদি ধনঞ্জয়ে মোরে নাহি দিবে
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে।
সত্যভামা বলে তুমি চলহ এক্ষন
শুনিতে পাবে সই করাব মিলন।
সত্যভামামুখে শুনি বচন সরস
চলিল সুভদ্রা চিত্তে করিয়া হরস।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি
কাশীরাম কহে [illegible] ।

তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী
একান্তে কহিল সব ভদ্রার কাহিনি ।
তোমার ভগিনী ভদ্রা ত্যজিবেক প্রাণ ;
তার হেতু অদ্যাপি না কৈলে অবধান ।
যতক্ষন দেখিয়াছে পার্থের বদন
তিল এক নাহি জাতে আমার সদন ।
বলে মোরে অর্জুনেরে দেহ পতি করি
নহে নারীবধ দিব তোমার উপরি ।
গোবিন্দ বলিছে আমি বিচারি [illegible]
বহু দিনে পার্থ এথা করিয়াছে গমনে ।
কোন ধনে সন্তোষ করিব অর্জুনেরে
ভাল হইল সুভদ্রারে বিভা দিব তারে ।
করাইব বিভা দোঁহার করিয়া প্রকার
আজি নিশা বোধ তুমি করহ ভদ্রার ।

যদি কার্য্য ছিল পাঠাইতে দূতগণ
আজ্ঞামাত্রে তথাকারে করিতাম গ
ইহা না করিয়া তুমি আইলা আপ
যে আজ্ঞা করিবে কালি প্রভাতরজ
সত্যভামা বলে পার্থ দূতকর্ম্ম নহে
তেকারনে এথা আইলাম তোমার
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে
না হইল নিদ্রা মোর মহাতাপমনে
একভার্য্যা পঞ্চভাই কি সুখ বিলাশ
যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস।
তেকারনে আইলাম হৃদয়ে বিচারি
বিভা দিব এক আর পরম সুন্দরী
পার্থ বলে এইমত স্নেহ কর মোরে
পালিব সকল আজ্ঞা গোবিন্দ গোচ

সত্যভামা বলেন তবে বিলম্বে কি কায
কহিছ গান্ধর্ব বিভা রজনীর মাঝ ।
পার্থ বলে কহ তুমি অদ্ভুত যে কথা
কেবা সে সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা ।
না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার
বিভা করিবারে বল কেমন বিচার ।
সত্যভামা বলে তুমি দুচাহ দুয়ার
আনিয়াছি কন্যা দেখ চক্ষে আপনার ।
যদুকুলে জন্ম কন্যা প্রথম যৌবনী
বিদ্যাধরী জিনি রূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী ।
পার্থ বলে নহে ইহা আমার শকতি
বলভদ্র জনার্দন যদুকুলপতি ।
তাঁহার অজ্ঞাতে বিভা করিব যদিবি
লজ্জা মোর হরাইতে চাহ মহাদেবী ।

দেবী বলে আমাবাক্যে করিবে কেমন
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে।
পঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধির পাঁচ
তিন এক পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে নাশ।
যে লোভে নারদবাক্যে করিলে অর্জুন
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমি বুলে বনে বন।
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়
কেমতে করিবে বিভা দ্রৌপদির ভয়।
পার্থ বলে সত্যভামা নিন্দহ দ্রৌপদী
ত্রিজগতজনে খ্যাত তোমা মহৌষধি।
ষোলোশত সহস্র আর অষ্ট পাটরানী
সভামধ্যে কোন গুণে তুমি সোহাগিনী
অপত্র কি অল্প সৌন্দর্য্য অল্প রূপেতে
রুক্মিনী প্রভৃতি আর পাটরানী আছে।

নে হরি তোমারে ডরায়
ক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চায়
নন ভূষন অলঙ্কার
পান কৃষ্ণ সকলি তোমার।
দিলে তুমি পরান না ধর
রী ইহা কোন গুনে কর।
দিল কৃষ্ণ একপারিজাত
কিলা যত জগত বিখ্যাত।
জিজ্ঞাসিল মুনির সদনে
রিজাত হরন কথনে।
ন দ্বন্দ রুক্মিনী সহিত
ছা হয় ইহার চরিত।
কথা অমৃতের ধার।
ইহা বিনু সুধা নাহি আর।

মুনি কহে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
পারিজাত হরণের অপূর্ব্ব কাহিনী।
এককালে নারায়ণ বেহার কারণ
রৈবত গিরিমধ্যে করিল গমন।
হেন কালে তথায় নারদ উপনিত
বাজায়ে সুনাদবীণা কৃষ্ণ গুনগীত।
পারিজাত পুষ্প ছিল বীণায় বন্ধন
গোবিন্দের হাতে লৈয়া দিল তপোধন।
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুল্লভ
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ।
দেখিয়া আনন্দযুক্ত হৈল হৃষিকেশ
পুষ্প দিয়া করিল রুক্মিনীকে সুবেশ।
একেত রুক্মিনী দেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী
পারিজাত সুবেশে শোভিল সত্যাতি

র ছিল কথোপকথনে
। তবে গেল তপোবনে ।
ন্দ বর ব্রহ্মার নন্দন
তে মুনি চিন্তে মনে মন ।
াগে কহি পারিজাত কথা
নে দেখি সত্রাজিতসুতা
ল মুনি দ্বারকানগর
ানিত সত্যভামার ঘর ।
ত্যভামা করিল বন্দন
লে তারে বসিতে আসন ।
ছিলা বলি জিজ্ঞাসিল সতী
কহে মুনি মহামতি ।
লায় আমি ইন্দ্রের নগরে
মারে পূজিল পুরন্দরে ।

মানুষের অদৃষ্ট পুষ্প দেবের দুর্লভ
দিল ইন্দ্র মোরে বহু করিয়া গৌরব
পুষ্প দেখি আমি তবে চিন্তিল হৃদয়
বিনা ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয়
তেকারনে পুষ্প আনি দিল নারায়নে
পুষ্প দেখি গোবিন্দ আনন্দ হৈল মনে
সেইক্ষনে রুক্মিনীরে আনি জগন্নাথ
নিজহস্তে ভূষন করিল পারিজাত।
সে পুষ্প ভূষিবামাত্রে ভিষ্মকদুহিতা
ত্রৈলোক্যের নারীরূপে হইল বিজিতা।
সভা হৈতে প্রেয়সী তোমারে আমি
এ বেশে জানিল কৃষ্ণ প্রেয়সী রুক্মি...
মুনির এতেক বাক্য শুনিয়া সুন্দরী
চিত্রের পুত্তলি প্রায় রহে ধ্যান করি

এযত করিবে বলি জানিব কেম
রুক্মিনীরে দিলা পুষ্প শুনিয়া শ
সেইক্ষনে মূর্চ্ছা হৈয়া পড়িল বী
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে ওহষ্ট্রি
ছিঁড়িয়া ফেলিল যত বসন ভুষ
কপালে প্রহার হস্ত করে ঘনেঘ
সবসখীগন মিলি করয়ে প্রবো
না শুনয়ে কিছুই দ্বিগুন হয়ে শো
প্রান যাওক প্রান যাওক এইমাত্র
দেখিয়া কহিতে আমি আইলাম
শুনিয়া গোবিন্দ চিত্তে হইল বিস্ম
কি হবে২ করি চিন্তেন হৃদয় ।
পারিজাত পুষ্প হেতু অনর্থ হইল
ক্ষনেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ রুক্মিনীরে